দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09-OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

খুলনা বিআইটিতে ছাত্রদলের দু'গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষ ঃ হামলা ভাঙচুর

খুলনা ব্যুরো ঃ খুলনা বিআইটিতে গত (সোমবার) ভোর থেকে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষ, হামলা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এতে একজন আহত হয়। ছাত্রদল কলেজ কমিটির সভাপতি পদ দিয়ে এই গ্রুপিং সৃষ্টি এবং ঘটনার সূত্রপাত হয়। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গেছে, ছাত্রদলের বিআইটি কমিটির পূর্বের সভাপতি রেজাউল হক খোকার শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার কারণে সম্প্রতি শফিউল ইসলাম শাহীনের উপর ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে শাহীনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠলে দায়িত্বে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে খুলনা মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি আরিফুজ্জামান অপু ৬ অক্টোবর শফিউল ইসলাম শাহীনকে বাদ দিয়ে সহ-সভাপতিকে দায়িত্ব দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শাহীন গত (সোমবার) ভোর রাত ৩টা ১৫ মিনিটে রশিদ হলের ৩২৫ নম্বর রুমে হামলা চালিয়ে বর্তমান সভাপতির অনুসারী কম্পিউটার বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র মুরাদকে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করে। কর্তৃপক্ষ সকালে মুরাদকে মুমূর্ষু অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। এদিকে এ ঘটনা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত ছাত্রদলের জনি গ্রুপের সদস্যরা দল বেঁধে শাহীন গ্রুপকে ধাওয়া করলে শাহীন তার দলবলসহ ১০নং ভবনে জনৈক শিক্ষকের বাসায় আশ্রয় নেয়। সকাল সাড়ে ৯টায় শিক্ষকরা গিয়ে শাহীনকে অন্যদের প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলার ১টি কক্ষে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখে, পরবর্তীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষক সমিতি এক জরুরী বৈঠকে বসে। বৈঠকের মধ্যে ভোজনের বিরতি চলাকালে উল্লেখিত শাহীনসহ হোসেন মোঃ জালাল, মাকসুদুল হক রিপন ও রাজীব নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা সিকিউরিটি গার্ডদের মারধর ও প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর করে নিরাপত্তা হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়। যাবার পথে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ভাঙচুর ও তিন হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে রশীদ হলে ছাত্রদের ভাঙচুর প্রদর্শন ও ভাঙচুর চালায়।